বাংলাদেশগামী জাহাজে ৪০৫ টন বিস্ফোরক তৈরির রাসায়নিক, জব্দ করল ইন্দোনেশিয়া



ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে আসার পথে ইন্দোনেশিয়ার জলসীমায় আটক হয়েছে চীন থেকে ছেড়ে আসা একটি পণ্যবাহী জাহাজ। জাহাজটির ১৫টি কনটেইনারে ৪০৫ টন সোডিয়াম পারক্লোরেট পেয়েছে দেশটির নৌবাহিনী। রাসায়নিকটি বিস্ফোরক তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে। গত ৭ নভেম্বর বেলাওয়ান উপকূলে কোমোরোসের পতাকাবাহী এমভি স্টার লাইন নামের জাহাজটি আটক করা হয়।

শুক্রবার (২০ নভেম্বর) বেলাওয়ানে সংবাদ সম্মেলনে অভিযানের বিস্তারিত তুলে ধরেন ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনীর আঞ্চলিক কমান্ড-১ (কোডারেল-১)-এর কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল ডেনি সেপ্টিয়ানা।

নৌবাহিনীর এই কর্মকর্তা জানান, বাংলাদেশে যাওয়ার পথে জ্বালানি সংগ্রহের জন্য বেলাওয়ান জলসীমায় অবস্থান করছিল জাহাজটি। এ সময় টহল জাহাজ কেআরআই সিগালু-৮৫৭-এর সদস্যরা এমভি স্টার লাইনের গতিবিধি লক্ষ্য করেন। নির্ধারিত নৌপথ ছেড়ে অন্যদিকে চলাচল করায় জাহাজটি নিয়ে সন্দেহ হয় তাঁদের।

পরে জাহাজটির কাগজপত্র ও পণ্য পরিবহনের তথ্য যাচাই করতে গিয়ে বেশ কিছু অসংগতি ধরা পড়ে। বিষয়টি টহল জাহাজের কমান্ডার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান। এরপর জাহাজটিতে তল্লাশি চালানো হয়।

তল্লাশিতে জাহাজের ৩৬টি কনটেইনারের মধ্যে ১৫টিতে সোডিয়াম পারক্লোরেট পাওয়া যায়। এসব কনটেইনারে মোট ৪০৫ টন রাসায়নিক ছিল। পদার্থটি অক্সিডাইজার হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান ডেনি সেপ্টিয়ানা।

জাহাজটির পরিচয়সংক্রান্ত নথিতেও পাওয়া গেছে অসংগতি। কাগজপত্রে আইএমও নম্বর ৮৩৫৬৯৬২, আনুষ্ঠানিক নম্বর ১৯০২৩৮৪ এবং কল সাইন ডি৬এ৪৩৮৪ উল্লেখ করা হয়েছে। নথির মেয়াদ ২০২৭ সালের ৮ অক্টোবর পর্যন্ত দেখানো হলেও যাচাইয়ে জাহাজটির বৈধতার অবস্থা স্থগিত পাওয়া যায়।

জাহাজটির নিবন্ধন ও প্রশাসনিক নথি, চলাচলের অনুমোদন এবং বিপজ্জনক পণ্য পরিবহনে আন্তর্জাতিক বিধি অনুসরণ করা হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করছে ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী। এ ঘটনায় জাহাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় ও ভূমিকা জানতে তদন্তের পাশাপাশি তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।